সমকাল

তারিখ 12 NOV 2016
পৃষ্ঠা … কলাম …

শিক্ষা বোর্ডের উত্তরপত্র মূল্যায়ন

শরিফুল ইসলাম

এক সময় কোনো শিক্ষক শিক্ষা বোর্ডের পরীক্ষক নিযুক্ত হতে পারলে গৌরববোধ করতেন। এখন পরীক্ষক হতে চান না কেন? সম্প্রতি এ বিষয়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও শিক্ষা বোর্ডের জরিপের ফলাফল একটি দৈনিক সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়েছে। তাতে দেখা যায়, উত্তরপত্র মূল্যায়নে মারাত্মক ভুল এবং অভিজ্ঞ-নামকরা শিক্ষকরা উত্তরপত্র মূল্যায়ন কাজে অংশগ্রহণ করেন না। আমি একজন কলেজ শিক্ষক হিসেবে শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও সংশ্লিষ্ট শিক্ষা বোর্ডের এই জরিপ বা গবেষণা কাজের জন্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

প্রশ্ন হলো– কেন অভিজ্ঞ-নামকরা শিক্ষকরা উত্তরপত্র মূল্যায়ন থেকে নিজেদের বিরত রাখছেন, আর মূল্যায়নকৃত উত্তরপত্রে কেনই-বা নজিরবিহীন ভুল পরিলক্ষিত হচ্ছে? বিষয়টা আকস্মিকভাবে ঘটেনি : প্রথমত বলব, বোর্ড ও মন্ত্রণালয় চাচ্ছে পরীক্ষার পরে এক-দেড় মাসের মধ্যে ফল প্রকাশ করতে। সে কারণে একজন শিক্ষককে তিন সপ্তাহের মধ্যে ৩শ' থেকে ৬শ' খাতা মূল্যায়ন করতে হয়। ওই শিক্ষক সেই তিন সপ্তাহ যন্ত্রের মতো যারপরনাই ব্যস্ত হয়ে পড়েন উত্তরপত্র মূল্যায়ন করতে। এত অল্প সময়ে অত খাতা মূল্যায়ন কি স্বাভাবিকভাবে সম্ভব? যে শিক্ষক উত্তরপত্র মূল্যায়ন করেন তাকে কি তার কর্মস্থল থেকে তিন সপ্তাহ পূর্ণকালীন ছুটি দেওয়া হয়? তার কি ঘর-সংসার তিন মাস ছুটি দেয়? তাকে সামাজিক অনুষ্ঠান ও অন্যান্য কাজে অংশ নিতে হয় না? এমতাবস্থায় যা ঘটে তা হলো বাড়ির পুরো পরিবার উত্তরপত্র মূল্যায়নে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। একজন আদর্শবান শিক্ষক স্বল্প সময়ে অতগুলো উত্তরপত্র সুষ্ঠুভাবে মূল্যায়ন করতে পারেন না। তবে কোনো কোনো শিক্ষক যে অলসতা করেন না, তা নয়। সেটা বাছাই করা খুব কঠিন কিছু নয়। উত্তরপত্র মূল্যায়নে যোগ্য শিক্ষকদের অনীহার আরও একটি কারণ বোর্ডগুলো ফল প্রকাশের প্রায় এক বছর পর পরীক্ষকদের সম্মানী দিয়ে থাকে। যেখানে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় ফল প্রকাশের মাসখানেকের মধ্যেই পরীক্ষকদের সম্মানী দেওয়ার প্রযুক্তি আবিষ্কার করে ফেলেছে, সেখানে বোর্ডগুলো আগের মতোই অ্যানালগ পদ্ধতিতে আছে। বোর্ডের উত্তরপত্র মূল্যায়নের সম্মানীও যুগোপযোগী নয়; অত্যন্ত স্বল্প। তার ওপর পরীক্ষকদের একটি তিক্ত অভিজ্ঞতা হলো, বিশেষ করে জেলা শহর থেকে ঢাকা শহরে গিয়ে উত্তরপত্র সংগ্রহ করার জন্য ভ্রমণের যে ঝক্কি, রাজধানীর ট্রাফিক জ্যাম, অত্যধিক যানবাহনের ভাড়া, পরিশ্রম– সবকিছু মিলিয়ে উত্তরপত্র মূল্যায়ন এখন অত্যাচারের পর্যায়ে চলে এসেছে। নামকরা অভিজ্ঞ সিনিয়র শিক্ষক যদি আনাড়ি-সদ্য শিক্ষক হয়ে আসা প্রধান পরীক্ষকের অধীনে পরীক্ষক হন সেখানেও জোটে নানা বিড়ম্বনা। একজন সিনিয়র শিক্ষক তার সমবয়সী ও পদমর্যাদার শিক্ষকের অধীনে সব সময় পরীক্ষক হতে পারেন না। জুনিয়র-আনাড়ি শিক্ষকরা উত্তরপত্র প্রেরণের জন্য বারংবার তাগাদা দেন। নাওয়া-খাওয়া বাদ দিয়ে একজন বয়স্ক শিক্ষক কেন বোর্ডের এই দায়িত্ব নিতে চাইবেন? তবে কোনো কোনো শিক্ষক টিউশনি ও কোচিং করে বেশি রোজগারের আশায় বোর্ডের পরীক্ষক হন না– সে কথাও সত্য।

উপরি-উক্ত নানা কারণে যখন অভিজ্ঞ-নামকরা শিক্ষক পরীক্ষক হতে চান না, তখন সেখানে সুযোগ দেওয়া হচ্ছে মফস্বলের শিক্ষকদের, যাদের অনেকেরই উত্তরপত্র মূল্যায়নের অভিজ্ঞতা থাকে না।। অনেক নন-এমপিও শিক্ষক (যাদের যোগ্যতা শূন্যের কোঠায়) বাড়তি রোজগারের জন্য বোর্ডের পরীক্ষক হতে ক্ষেত্রবিশেষে বোর্ডের কিছু অসাধু লোককে টাকা-পয়সা দিয়েও নিজের নাম পরীক্ষকের তালিকাভুক্ত করিয়ে নেন। এভাবে প্রধান পরীক্ষকও নির্বাচিত হয়ে থাকেন। শিক্ষা বোর্ডের ওই অসাধু কর্মচারীচক্র নিজেরাই এ ধরনের শিক্ষকের খোঁজ করে থাকে। যার যোগ্যতার ঘাটতি আছে তিনি অর্থের বিনিময়ে হলেও তো এটা করতে চাইবেন। উত্তরপত্র সঠিকভাবে মূল্যায়নে আমি মনে করি, ফল এক মাস দেরিতে হলেও পরীক্ষকদের আরও কিছু সময় দিতে হবে। দিতে হবে সময়মতো তার পারিশ্রমিক। বর্তমান পারিশ্রমিক যথেষ্ট নয়। তাহলেই দেখা যাবে অভিজ্ঞ-নাম করা শিক্ষকদের পরীক্ষক হওয়ার আগ্রহ বৃদ্ধি পাচ্ছে।

বিভাগীয় প্রধান, বাংলা বিভাগ, পাংশা কলেজ, পাংশা, রাজবাড়ী
Sharifuljrd@gmail.com